দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 APR 1997
পৃষ্ঠা : ৭ কলাম [illegible]

প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয়টি আজো উপেক্ষিত

নাছিম উল আলম ॥ দেশের ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষকের জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর বিষয়টি আজ পর্যন্ত সুরাহা হয়নি। অথচ এরা প্রতিনিয়ত আগামী দিনে বাংলাদেশকে একটি সুন্দর জাতি উপহার দেয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করছে। এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে দেশের প্রায় ৮০ লাখ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করলেও তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের বিষয়টি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে উপেক্ষিত।

স্বাধীনতার পরে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু এর পর থেকে অদ্যাবধি প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত সরকার ১৯ হাজার ৬শ' ৮৬টি বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন। রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকার থেকে কোন সম্মানী বা বেতন-ভাতা ইতিপূর্বে পাননি। তবে সাবেক সরকার প্রতিটি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনধিক ৪ জন শিক্ষককে ৪শ' ২৫ টাকা থেকে ৭শ' ৪৫ টাকা পর্যন্ত স্তরভিত্তিক মাসিক সম্মানী প্রদনের ব্যবস্থা করেন। এর পর থেকে এসব শিক্ষকরা তাদের চাকরি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ জাতীয়করণের দাবীতে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তারা রাজধানীতে কাফন

(৪-এর পাতায় দেখুন)

দেশের ২৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয়টি আজো উপেক্ষিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মিছিল ও আমরণ অনশনও করেছেন। সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসব শিক্ষককে আগাগোড়াই আশ্বস্ত করেছেন, ক্ষমতায় গেলে তাদের দাবী মেনে নেয়ার ব্যাপারে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবার পরে এসব শিক্ষকদের দাবীর প্রেক্ষিতে "সরকারী বেতনের অংশ বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান"এর ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিবকে প্রদান করে। গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর সে কমিটি গঠনের পরে নানা পর্যালোচনা ও সমীক্ষা শেষে নভেম্বরে তারা সুপারিশ পেশ করে। গত প্রায় সাড়ে ৫ মাস যাবত কমিটির সে রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পড়ে আছে। এ পর্যন্ত সে রিপোর্ট বাস্তবায়ন বা বাতিলের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে। যতদূর জানা গেছে, কমিটি তাদের সুপারিশে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য সরকারী অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০ ভাগ, সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য সরকারী অনুরূপ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মূল বেতনের ৮০ ভাগ (পিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে) অনুদান পাবে। তবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এর রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ ২-৫ বছরের মধ্যে তারা মূল সরকারী বেতনের ৭০ ভাগ পাবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২ বছরের কম হলে সব শিক্ষকগণই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ শিক্ষকদের মূল বেতনের ৬০ ভাগ অনুদান পাবেন। এছাড়া এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বাবদ প্রতিমাসে ২শ' ৫০ টাকা করে এবং পিটিআই প্রশিক্ষণকালে মাসে ৫শ' টাকা করে ভাতা পাবেন বলে কমিটি সুপারিশ পেশ করেছে।

তবে এসব সুপারিশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানা গেছে। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল আলম ও মহাসচিব আলহাজ আব্বাছ আলী শেখ এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক তাদের ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন করছে, সে দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাদের দাবীর মধ্যে রয়েছে, দেশের সকল বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী শিক্ষকদের মত পূর্ণ বেতন-ভাতা প্রদানসহ জুলাই'৯৬ থেকে বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব বোনাস, প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান, প্রধান শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রদান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ২৩-১১-৯৩-এর নির্দেশ বাতিল এবং মহানগরীসহ দেশের সকল স্থানে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে ৪-এর অধিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ অনুমোদন এবং বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ।

দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা এখন অধীর আগ্রহে সে দিনের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। এসব শিক্ষক আগামী ঈদ উল আজহার আগেই তাদের মার্চ ও এপ্রিল '৯৭ মাসের বেতন-ভাতা প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি, এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা আজ পর্যন্ত কোন উৎসব বোনাসও পায়নি। অথচ এদেরও সন্তান-সন্ততি আছে, আনন্দ উৎসবের দিনগুলো এদের জন্য মূলত অভিশাপই বয়ে আনে। এ পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন।